

# সামাজিক পরিবর্তন



**প্রশ্ন ▶ ১** সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক বুনা ফারজানা জুলিয়াকে সমাজবিজ্ঞানের যেকোনো একটি বিষয় সম্পর্কে লিখতে বললে জুলিয়া নিম্নলিখিত তথ্যগুলো লিখে—

- এটি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া।
- এটি হলো সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন।
- এ পরিবর্তন প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয় প্রকারের হতে পারে।

◀ **শিখনফল-১**

- ক. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কী প্রচার করে সামাজিক প্রগতিকে অবহেলা করা হয়? ১
- খ. বিবর্তন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. জুলিয়ার লিখিত তথ্যসমূহ সমাজবিজ্ঞানের কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘উক্ত পরিবর্তন হলো সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন’—তুমি কি বস্তুর সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

## ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সমাজবিজ্ঞান মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হবে এ কথা প্রচার করে সামাজিক প্রগতিকে অবহেলা করা হয়।

**খ** বিবর্তন বলতে ধীরগতিতে ক্রমপরিবর্তনকে বোঝায়। অর্থাৎ বিবর্তন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজগুলো অধিকতর জটিল রূপ পরিগ্রহ করে। আর এই জটিল রূপ পরিগ্রহ করার কারণ হলো অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা পরিবেশকে কাজে লাগানো। তাই বলা যায়, বিবর্তন বলতে সবসময় অগ্রসরতাকে বোঝানো হয়। যেমন— কৃষি ক্ষেত্রে সনাতনী ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে কৃষির বিবর্তন। তবে সমাজে বিবর্তন হয় খুব ধীরগতিতে। বিবর্তন স্বয়ংক্রিয়, অচেতন ও অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া।

**গ** জুলিয়ার লিখিত তথ্যসমূহ সামাজিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। উদ্দীপকে।

সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনকে বোঝায়। যেহেতু সমাজকাঠামোর ভিত্তি হলো পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া, তাই সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ হলো সংঘবন্দ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান যেমন: অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদির পরিবর্তন। উদ্দীপকে জুলিয়ার লিখিত তথ্যগুলো হলো— i. এটি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। ii. এটি হলো সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং iii. এ পরিবর্তন প্রাকৃতিক ও

কৃত্রিম উভয় প্রকারের হতে পারে। অনুরূপভাবে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, সামাজিক পরিবর্তন একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া এবং এ পরিবর্তন প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয় ধরনের হতে পারে; সামাজিক পরিবর্তন হলো সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, জুলিয়া ক্লাসে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে লিখেছে।

**ঘ** ‘সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজকাঠামোর পরিবর্তন’ এ বস্তুর সাথে আমি একমত পোষণ করছি। এর সপক্ষের যুক্তিগুলো বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে তুলে ধরা হলো—

মরিস জিন্সবার্গ এর মতে সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজকাঠামোর পরিবর্তন। অর্থাৎ যে সমস্ত রূপান্তর সমাজকাঠামোর রূপান্তর ঘটায় সেগুলোকে তিনি সমাজকাঠামোর আওতায় ফেলেছেন। সমাজতত্ত্ববিদ ই.এ. রস পরিবর্তনকে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন না বলে এটিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আমেরিকার সামাজিক পরিবর্তনকে তিনি চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। ১. গণতন্ত্রের নীতি, ২. নারীমুক্তি, ৩. বিবাহের তালাক সংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি এবং ৪. জনগণের বর্ধিত বহিরাগমন সংখ্যা। সমাজবিজ্ঞানী গার্থ ও মিলস তাদের বিখ্যাত *Character and Social Change* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে হলে ৬টি প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। ১. পরিবর্তনটা কী, ২. কীভাবে এটা রূপান্তরিত হয়, ৩. পরিবর্তনের গতিপথ কী, ৪. কী হারে পরিবর্তন হচ্ছে, ৫. কেন পরিবর্তন ঘটে বা কেন এটা সম্ভব হয়, ৬. পরিবর্তনের প্রধান প্রধান উপাদানগুলো কী।

এককথায় সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজকাঠামো অর্থাৎ সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন, যেটা দ্রুত কিংবা ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজকাঠামোর পরিবর্তন।

**প্রশ্ন ▶ ২** সমাজকাঠামোর দুইটি অংশ রয়েছে। একটি মৌল কাঠামো এবং অন্যটি উপরি কাঠামো। মৌল কাঠামোর পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে।

◀ **শিখনফল-২**

- ক. ম্যাক্স ওয়েবারের একটি গ্রন্থের নাম লিখ। ১
- খ. শিক্ষার সংজ্ঞা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিবৃতি কোন সমাজবিজ্ঞানীর মন্তব্যকে প্রতিফলিত করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত সমাজবিজ্ঞানীর মতের আলোকে সমাজ বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করো। ৪

## ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ম্যাক্স ওয়েবারের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism'.

**খ** শিক্ষা বলতে কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা বা জ্ঞাত হওয়াকে বোঝায়।

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটে। অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে এই পরিবর্তন ঘটে যা ব্যক্তি ও সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য, কল্যাণকর ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। শিক্ষা একটি ধারাবাহিক ও পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়াও বটে।

**গ** উদ্দীপকে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক কার্ল মার্কসের মন্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে। কারণ কার্ল মার্কস সমাজকাঠামোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন যথ- মৌল কাঠামো ও উপরি কাঠামো। দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস সমাজের স্তরবিন্যাস বোঝাতে তার 'The Communist Manifesto' গ্রন্থে সমাজকাঠামোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এর একটি মৌল কাঠামো আর অন্যটি হচ্ছে উপরি কাঠামো। মৌল কাঠামো বলতে মার্কস সমাজের বস্তুগত এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিকে বুঝিয়েছেন, যার দ্বারা উৎপাদন শক্তি এবং সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। মার্কসের মতে সমাজের মৌল কাঠামো হচ্ছে অর্থনীতি আর অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে উপরি কাঠামো। সামাজিক প্রতিষ্ঠান, পরিবার, শিক্ষা, ধর্ম, সরকার ইত্যাদি হচ্ছে সমাজের উপরি কাঠামো। অর্থনীতি সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে আর অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে সমাজে শ্রেণি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। আর এই শ্রেণি ব্যবস্থা থেকে সমাজকাঠামো, সামাজিক স্তর বিন্যাস ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ সমাজকাঠামোর দুটি অংশ মৌল ও উপরি কাঠামো মূলত আবর্তিত হয় অর্থনীতি দ্বারা। এ আর এই দুয়ের আবর্তনে সামাজিক পরিবর্তনে শ্রেণিদ্বন্দ্বের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে সমাজকাঠামোর দুইটি অংশের কথা বলা হয়েছে- একটি মৌল কাঠামো এবং অন্যটি উপরি কাঠামো। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস তার দ্বন্দ্বমূলকে তত্ত্ব ব্যাখ্যাও সমাজ কাঠামোকে মৌল ও উপরি কাঠামো ভাগে ভাগ করেছেন। তাই বলা যায় উদ্দীপকে কার্ল মার্কসের তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে।

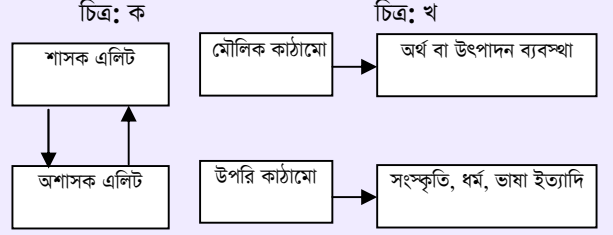
**ঘ** উদ্দীপকের সমাজবিজ্ঞানী হচ্ছেন কার্ল মার্কস। সমাজ বিবর্তনের ধারা বর্ণনা করতে তিনি সামাজিক বিবর্তন তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন।

মার্কসের সামাজিক বিবর্তনের ধারণার ভিত্তি হচ্ছে দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ, যার কথা হচ্ছে সমস্ত বস্তুর মূল বিকাশ হয় দ্বন্দ্বের কারণে। সুতরাং বলা যায় সমাজ পরিবর্তনের কারণও দ্বন্দ্বের ফল। তিনি আরও বলেন প্রতিটি সমাজে দুটি বিবাদমান শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যাদের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নতুন আরেকটি সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। এক্ষেত্রে একটি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার (Thesis) সাথে দ্বন্দ্ব চলে এ অবস্থার বিরোধীদের (Antithesis) যার ফলশ্রুতিতে এই নতুন অবস্থা আবার কালক্রমে পুরোনো অবস্থার রূপ পায় এবং তার বিপরীত অবস্থার সাথে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়। আর দ্বন্দ্বের ফল হচ্ছে নতুন আরেকটি সমাজ ব্যবস্থা (Synthesis)। এভাবেই দ্বন্দ্বিক

প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে ব্যক্তি, বস্তু বা সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ এবং পরিবর্তন ঘটে।

কার্ল মার্কস সমাজ বিবর্তন বুঝাতে দ্বন্দ্বিক আবর্তনের মধ্য দিয়ে যে বিবর্তন হয় তাকেই বুঝিয়েছেন। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদই হচ্ছে সমাজ বিবর্তনের ধারা।

### প্রশ্ন ৩



- ক. 'যুদ্ধ' কোন ধরনের পরিবর্তন? ১
- খ. বিবর্তন বলতে কী বোঝ? ২
- গ. চিত্র 'ক'তে সামাজিক পরিবর্তনের কোন তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. চিত্র 'খ'তে বর্ণিত তত্ত্বটি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

## ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'যুদ্ধ' পরিকল্পিত পরিবর্তন।

**খ** বিবর্তন বলতে ধীরগতিতে ক্রমপরিবর্তনকে বোঝায়। বিবর্তন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজগুলো অধিকতর জটিল রূপ পরিগ্রহ করে। আর এই জটিল রূপ পরিগ্রহ করার কারণ হলো অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা পরিবেশকে কাজে লাগানো। তাই বলা যায়, বিবর্তন বলতে সবসময় অগ্রসরতাকে বোঝানো হয়। যেমন— কৃষি ক্ষেত্রে সনাতনী ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে কৃষির বিবর্তন।

**গ** চিত্র 'ক'তে সামাজিক পরিবর্তনে ভিলফ্রেডো প্যারেটোর চক্রাকার তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্যারেটোর মতে, সমাজের সবচেয়ে সক্ষম ও পারদর্শী ব্যক্তিরাই হচ্ছেন এলিট। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এলিটের হলো শাসক এলিট এবং ক্ষমতাসীল অথচ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নয় এরা হচ্ছেন অশাসক এলিট। এই দুই এলিট মিলে সমাজের চাকা ঘুরাচ্ছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এলিট চিরকাল ক্ষমতায় থাকে না। এলিট চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়। অশাসক এলিট শাসক এলিটদের পরাস্ত করে ক্ষমতায় আসে এবং তারা আবার একদিন পরাস্ত হয়ে ক্ষমতা ত্যাগ করে।

এলিটদের এই চক্রাকার আবর্তনের কারণ হলো, শাসক এলিটরা যে শক্তি নিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করে তা ব্যবহার করে টিকে থাকতে চায়। পরবর্তীতে তারা নানা ছল চাতুরির আশ্রয় নেয়। এমন অবস্থায় অশাসক এলিট শ্রেণিটি এক সময় শাসক এলিটদের স্থানান্তরিত করে এবং নিজেরা ক্ষমতায় বসে শাসক এলিট হিসেবে পরিচিত লাভ করে। সমাজবিজ্ঞানী প্যারেটো বলেন, এই প্রক্রিয়া চক্রাকারে অব্যাহত থাকে। প্যারেটো এই তত্ত্ব বলেন, অর্থনীতি ও সামাজিক আদর্শ রাজনৈতিক ক্ষমতার চক্রাকার নীতির মতই পরিবর্তিত হয়। এভাবে কখনো ভাববাদী ও আদর্শবাদী চেতনা সমাজে প্রাধান্য পায় আবার হয়তো এটার

স্থলে বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার আবির্ভাব ঘটে। তার মতে, পরিবর্তনের এই চক্র অবিরাম চলতেই থাকে।

**ঘ** হ্যাঁ, চিত্র ‘খ’তে বর্ণিত তত্ত্বটি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত।— এ ব্যাপারে আমি একমত।

চিত্র ‘খ’তে প্রদর্শিত ব্যবস্থাটি কার্ল মার্কস কর্তৃক প্রণীত। কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক উৎপাদনকেই সামাজিক পরিবর্তনের মূল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে, মানব ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাবলির পশ্চাতে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। সমাজ ২টি বিপরীত শ্রেণিতে বিভক্ত। একটি শ্রেণি উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকে না অর্থাৎ শোষক শ্রেণি, অপরটি হলো উৎপাদন সম্পর্কের সাথে যারা জড়িত অর্থাৎ শোষিত শ্রেণি। মার্কস বলেছেন, প্রতিটি সমাজের একটি মৌল কাঠামো এবং একটি উপরি কাঠামো রয়েছে। অর্থনীতি হলো সমাজের মৌল কাঠামো অন্যদিকে

অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সকল আইনগত, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, দর্শন, চিন্তার প্রকৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, সরকার প্রভৃতি দ্বারা গঠিত সমাজের উপরিকাঠামো। সমাজে উৎপাদন ও বণ্টন হয় অসমভাবে। উৎপাদিত পণ্যে শ্রমিকের কোনো অধিকার থাকে না এবং শ্রমিককে ততটুকুই দেওয়া হয়, যা দিয়ে কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য বেঁচে থাকতে পারে। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণি কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণি অত্যধিক শোষিত হচ্ছে। এ অবস্থায় সর্বহারা শ্রেণি এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিপ্লব সংঘটিত করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পতন ঘটাবে এবং শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটবে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, চিত্র ‘খ’তে প্রদর্শিত তত্ত্বটি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

### ► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

**প্রশ্ন ► ৪** মাত্র কয়েক বছরেই বালানগর গ্রামের চেহারা বদলে আছে। বছর পাচেক আগে উক্ত গ্রামের বেকার যুবক মামুন যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পুকুরে মাছের চাষ করে অল্প কয়েক দিনেই সে লাভের মুখ দেখে। মামুনের দেখাদেখি অনেকেই প্রশিক্ষণ নিয়ে মুরগী পালন, গরু পালন, বাগান করা শুরু করে। আজ গ্রামটি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ। গ্রামের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে। গ্রামের রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ প্রযুক্তি সব কিছুতেই লেগেছে পরিবর্তনের ছাপ।

◀ শিখনফল: ১ ও ৩

- ক. ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিবার কয় প্রকার? ১
- খ. বিবর্তন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্ভিদকে গ্রামটির পরিবর্তনের কারণ সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করো। ৩
- ঘ. বালানগর গ্রামটির পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলাই শ্রেয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিবার দুই প্রকার। যথা: পিতৃপ্রধান ও মাতৃপ্রধান।

**খ** বিবর্তন বলতে ধীরগতিতে ক্রমপরিবর্তনকে বোঝায়।

বিবর্তন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজগুলো অধিকতর জটিল রূপ পরিগ্রহ করে। আর এই জটিল রূপ পরিগ্রহ করার কারণ হলো অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা পরিবেশকে কাজে লাগানো। তাই বলা যায়, বিবর্তন বলতে সবসময় অগ্রসরতাকে বোঝানো হয়। যেমন— কৃষি ক্ষেত্রে সনাতনী ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে কৃষির বিবর্তন।

**সুপার টিপস:** প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

**গ** সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা ও কারণ ব্যাখ্যা করো।

**ঘ** সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।

**প্রশ্ন ► ৫** পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক দেশে প্রধানত দুইটি প্রধান দলই পালক্ৰমে ক্ষমতায় আসে। এক দল নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। অন্যদিকে অপর দলটি বিরোধী দল হিসেবে সর্বদাই ক্ষমতাসীন দলকে চাপের মধ্যে রাখে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বাধার সৃষ্টি করে। এক সময় বিরোধী দলটি ব্যাপক আন্দোলন অথবা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। এতে করে সামাজিক পরিবর্তন ঘটলেও কাঙ্ক্ষিত সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়ে ওঠে না।

◀ শিখনফল: ৪

- ক. মৌল কাঠামো কী? ১
- খ. আদিম সাম্যবাদী সমাজ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্ভিদকে সামাজিক পরিবর্তনের কোন তত্ত্বটির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্ভিদকে যে ধরনের পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা কি সব সময়ই উন্নয়ন বয়ে নিয়ে আসে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** অর্থনীতি হচ্ছে সমাজের মৌল কাঠামো।

**খ** আদিম সমাজে কোনো শ্রেণিবিভেদ না থাকার কারণে এ সমাজব্যবস্থাকে আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। আজ অবধি পৃথিবীতে যত সমাজব্যবস্থার অভ্যুদয় ঘটেছে তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন এবং বেশি দিন স্থায়ী ছিল। আট/নয় হাজার বছর আগে শ্রেণি বিভক্ত সমাজের অভ্যুদয়ের আগ পর্যন্ত তা টিকে ছিল। এ সমাজে উৎপাদন শক্তি ছিল খুবই সরল ও অনুন্নত। ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি ছিল না। সব সম্পত্তিই ছিল যৌথ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। শ্রেণিবিভাগও প্রায় অজ্ঞাত ছিল।

**সুপার টিপস:** প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

**গ** প্যারেটোর চক্রাকার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো।

**ঘ** “চক্রাকার ধারায় যে পরিবর্তনের কথা বলা হয় তা সব সময়ই উন্নয়ন বয়ে নিয়ে আসে না”— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।



## পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

**প্রশ্ন ▶ ১** গ্রামের স্কুল শিক্ষক রায়হান সাহেবের ছেলে ঢাকার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। রায়হান সাহেব ঢাকায় গেলে দেখতে পান, শহরের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যায় এবং এখানকার স্কুল-কলেজ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সুরম্য অট্টালিকার উপর গড়ে উঠেছে। তিনি ধারণা করেন যে, এ রকম বিভিন্ন উপাদানকে ঘিরেই সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

◀ **শিখনদফলঃ ২**

- ক. প্যারেটো কাদেরকে এলিট বলে আখ্যায়িত করেছেন? ১
- খ. বুর্জোয়া শ্রেণির বৈপ্লবিক ভূমিকা সমাজ পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য কারণ— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞানের কোন মৌলিক প্রত্যয়ের ধারণা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, রায়হান সাহেবের উক্ত ধারণাটিকে সামাজিক অগ্রগতির সূচক বলা হয়? এ সম্পর্কে তোমার মতামত প্রদান করো। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** প্যারেটো সক্ষম ও পারদর্শী ব্যক্তিদের এলিট বলে আখ্যায়িত করেছেন।

**খ** মার্কসের মতে, সমাজ পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো পুঁজিপতিদের তথা বুর্জোয়া শ্রেণির বৈপ্লবিক ভূমিকা। কেননা হস্তচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার স্থলে যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যায়। উৎপাদন খরচ যায় কমে। ফলে বিপুল উৎপাদিত পণ্য পুঁজি সঞ্চেয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া পুঁজিপতিদের মধ্যকার প্রতিযোগিতাও সমাজ পরিবর্তনের জন্যে অনেকটা দায়ী। তাই বলা হয়, বুর্জোয়া শ্রেণির বৈপ্লবিক ভূমিকাও সমাজ পরিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য কারণ।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত পলাশের বর্ণনায় সামাজিক পরিবর্তন নামক বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে। সামাজিক পরিবর্তনের কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক পরিবর্তন একটি ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া। সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি বৈচিত্র্যময়। এই পরিবর্তন কখনও দীর্ঘস্থায়ী আবার কখনো ক্ষণস্থায়ী, কখনো একমুখী আবার কখনো বহুমুখী, কখনো পরিকল্পিত কখনো অপরিিকল্পিত। কিছু কিছু সামাজিক পরিবর্তন খুব দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। আবার কিছু কিছু সামাজিক পরিবর্তন মন্ডর গতিতে সম্পন্ন হয়। সামাজিক পরিবর্তন অনেকটা অনিশ্চিত। সামাজিক পরিবর্তন

প্রকৃতির অন্যান্য পরিবর্তনের মতোই স্বাভাবিক এবং সামাজিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ সামাজিক বিষয়।

উদ্দীপকের পলাশ ঢাকায় ছেলেকে দেখতে গেলে সেখানে গিয়ে সে দেখে শহরের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যায়। এবং সেখানকার স্কুল-কলেজগুলো বড় বড় সুরম্য অট্টালিকার ওপর গড়ে ওঠেছে। এমন এক সময় ছিলো যখন এ ধরনের অট্টালিকা, দালানকোঠা দেখতে পাওয়াটা দুষ্কর ছিল। ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যেত না। এখন দলবেধে ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে যায়। পলাশ এই বিষয়গুলো অবলোকন করে মনে করেন বিভিন্ন উপাদান ও সময়ের পরিবর্তনে আস্তে আস্তে এই সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

সূতরাং বলা যায়, পলাশ কর্তৃক ইঙ্গিতকৃত বিষয় দ্বারা সামাজিক পরিবর্তনকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

**ঘ** পলাশের উল্লিখিত সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাটিকে সামাজিক অগ্রগতির সূচক বলা যায়।

পলাশ ঢাকা শহরের উক্ত পরিবর্তন দেখে মনে করে বিভিন্ন উপাদানকে ঘিরেই সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। পাঠ্য বইয়ের নিরীখে তার এ ধারণা যথার্থ সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজব্যবস্থার একটি বিশেষ অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরকে বোঝায়। আর এ পরিবর্তনের ফলে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়।

একটি দেশের মৌল কাঠামো হলো তার অর্থনীতি। এর উন্নতি বা অবনতির ওপরই সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। অর্থনীতিই সকল ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কেননা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটলে শিল্পায়ন, নগরায়ণ বৃদ্ধি পায় যা সমাজকে দ্রুত পরিবর্তন করে এবং সেই সমাজটা হয় গতিশীল সমাজ।

রাজনৈতিক উপাদানসমূহের প্রভাবের দরুন সামাজিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন— যুদ্ধ, সংগ্রাম, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদির কারণে একটা দেশের সামাজিক পরিবর্তন হতে পারে। যে সমাজ যোগাযোগ ব্যবস্থায় যত উন্নতি সাধন করেছে সে সমাজ তত আধুনিক ও উন্নত। তাই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পলাশের সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাটিকে সামাজিক অগ্রগতির সূচক বলা হয়।



**প্রশ্ন ▶ ২** সোহেল ও আরমান সমাজবিজ্ঞান ক্লাসে সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করছিল। সোহেল বলে, সমাজের মৌল বা অর্থনৈতিক শক্তিই সমাজের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। তার কথার সাথে একমত হয়ে আরমান বলে, অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারাই সমাজ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কারণই সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান বা মূল কারণ।

◀ শিখনফল: ৫

- ক. হবহাউস মানুষের কোন ধরনের পরিবর্তনকে প্রগতি বলে আখ্যা দিয়েছেন? ১
- খ. আদিম সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত উপাদানের কীরূপ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কেবল উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশকৃত উপাদান কাজ করে? যৌক্তিক মতামত উপস্থাপন করো। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হবহাউস মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ পরিবর্তনকে প্রগতি বলে আখ্যা দিয়েছেন।

**খ** আদিম সমাজে কোনো শ্রেণিবিভেদ না থাকার কারণে এ সমাজব্যবস্থাকে আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থাও বলা হয়ে থাকে। আজ অবধি পৃথিবীতে যত সমাজব্যবস্থার অভ্যুদয় ঘটেছে তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন এবং বেশি দিন স্থায়ী ছিল। আজ থেকে ২০ লাখ বছর আগে এই সমাজব্যবস্থার অভ্যুদয় হয়েছিল। আর আট/নয় হাজার বছর আগে শ্রেণি বিভক্ত সমাজের অভ্যুদয়ের আগ পর্যন্ত তা টিকে ছিল। এ সমাজে উৎপাদন শক্তি ছিল খুবই সরল ও অনুরূপ। ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি ছিল না। সব সম্পত্তিই ছিল যৌথ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। শ্রেণিবিভাগও প্রায় অজ্ঞাত ছিল।

**গ** উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানের যে প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ হলো সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের অন্যতম একটি প্রভাব। সমাজের মৌল বা অর্থনৈতিক শক্তিই সমাজের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে এটাই এ মতবাদের মূল কথা।

কেননা উদ্দীপকে দেখা যায়, সমাজবিজ্ঞান ক্লাসে আলোচনা প্রসঙ্গে সোহেল বলে, সমাজের মৌল বা অর্থনৈতিক শক্তিই সমাজের সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে যা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের মূল কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার সোহেলের কথার প্রেক্ষিতে আরমান বলে, অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারাই সমাজ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কারণই সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান বা মূল কারণ যা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের সাথে বিশেষভাবে জড়িত যা কার্ল মার্কস এর মতামতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানের যে প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ।

**ঘ** সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের উক্ত প্রভাবই অর্থাৎ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদই শুধুমাত্র কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে—এ বক্তব্যটির সাথে আমি একমত পোষণ করতে পারছি না।

উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণসমূহের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ প্রভাবটি আলোচিত হয়েছে।

এটি সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলেও এর বাইরেও আরো অনেক প্রভাব রয়েছে যেগুলো সামাজিক পরিবর্তনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। সামাজিক পরিবর্তন মানুষের চিন্তা চেতনা, ধ্যান ধারণা, কর্ম ও পার্থিব উপাদান প্রসূত নয়। পার্থিব পরিবর্তন মূলত অপার্থিব উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার এ মতবাদকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার মতে, ধর্মীয় আদর্শ বা মূল্যবোধ সমাজ পরিবর্তনের জন্যে দায়ী অর্থাৎ ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ সমাজের অর্থব্যবস্থাসহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে এবং এগুলোতে পরিবর্তন সূচিত করে। চক্রাকার আবর্তন সংক্রান্ত মতবাদ অনুসারে মানুষের ইতিহাস কালচক্রে বিবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ, মানুষের ইতিহাস যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে আবার ঘুরে ফিরে আসবে। ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী প্যারেটোর নাম এ মতবাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তার মতে, সমগ্র মানব ইতিহাস শাসক এলিট শ্রেণির উত্থান-পতনের ইতিহাস এবং এর মূলে রয়েছে এলিট এবং সাধারণ শ্রেণির মানুষের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ। প্রতিটি সংঘর্ষে শাসক এলিটের পতনও অবশ্যম্ভাবী। এছাড়া সমাজবিজ্ঞানী স্পেন্সারের মতে, প্রতিটি সভ্যতারই উৎপত্তি, বিকাশ ও ধ্বংসের পর্যায় রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের আরো অনেক প্রভাব রয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ৩** সুবিধা বঞ্চিত শিবিরপাড়া গ্রামের আলম শারীরিক প্রতিবন্ধিকতা ডিঙিয়ে নিজে পড়ছেন এবং ঐ এলাকার অবহেলিত শিশুদের জন্য গড়ে তোলেন ‘গাছতলার পাঠশালা’। এখানে বিনা বেতনে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিশুদের সৃজনশীল কাজে অনুপ্রেরণা দেন আলম।

◀ শিখনফল: ৫

- ক. প্রগতি কী? ১
- খ. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. মহৎ ব্যক্তির চিন্তা চেতনা কীভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে তা উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. ব্যক্তি আলমের এ মহৎ প্রচেষ্টা তার হৃদয়ঙ্গর এলাকার সমাজকে পরিবর্তনের পথ দেখাচ্ছে— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সামাজিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধরন হলো প্রগতি।

**খ** সাধারণ অর্থে পরিবর্তন বলতে যেকোনো রকম রূপান্তরকে বোঝায়। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এ রূপান্তর প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। আর সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনকে বোঝায়। যেহেতু সমাজকাঠামোর ভিত্তি হলো পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া, তাই সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ হলো সংঘবন্দন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান যেমন— অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদির পরিবর্তন।

**গ** মহৎ ব্যক্তির চিন্তাধারা সব সময়ই সমাজকে প্রভাবিত করে এসেছে। মহৎ ও আদর্শ ব্যক্তি তার চিন্তা-চেতনা সামাজিক নিয়ম-কানুন ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছে। সুখি ও

সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে মহান ব্যক্তিদের ভূমিকা সবখানেই লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আলম শারীরিক প্রতিবন্ধী ও স্বল্প শিক্ষিত হলেও তিনি সমাজ ও সমাজের মানুষ সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তা করেছেন এবং মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি স্ব-উদ্যোগে তার গ্রামের সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশ, মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ জন্যে তিনি তার গ্রামে একটি পাঠশালা স্থাপন করেন।

গ্রামের অসহায় তরুণ প্রতিবন্ধী আলমের এ উদ্যোগ তাকে ঐ সমস্ত মহামানবদের সমকক্ষ করেছে যারা যুগে যুগে সমাজকে প্রভাবিত করেছে। এক্ষেত্রে আলমের চিন্তা-চেতনাই সমাজকে প্রভাবিত করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, প্রতিবন্ধী তরুণ সুবিধার চিন্তা-চেতনাই সমাজকে বদলে দেওয়ার প্রত্যয়ে ইজিত করে। তার এই চিন্তাধারা সমাজের জ্ঞানী, গুণী ও ধনবান মানুষকেও সমাজের জন্যে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত আলমের মহৎ প্রচেষ্টা তার হতদরিদ্র এলাকার সমাজকে প্রভাবিত করেছে—একথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সামাজিক পরিবর্তন বলতে মূল্যবোধ, সম্ভ্রীতি, জীবন ও আদর্শের পরিবর্তনকে বোঝায়। সামাজিক পরিবর্তন সমাজের স্বাভাবিক

ধর্ম। তবে সামাজিক পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সংস্কার ও বিপ্লব, যান্ত্রিক প্রযুক্তি, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব এবং ব্যক্তির প্রভাব প্রভৃতি কারণে সমাজ পরিবর্তিত হয়। উক্ত উদ্দীপকে অসহায় শারীরিক প্রতিবন্ধী আলম ‘ক’ এলাকা সুবিধাবঞ্চিত শিবিরপাড়া গ্রামের একজন স্বল্প শিক্ষিত তরুণ। তার এলাকা শহর থেকে অনেক দূরে হওয়ায় সেখানে শিক্ষার জন্যে তেমন কোনো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এতে অদম্য তরুণ আলম নিজের অসহায়ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে অজ্ঞতা দূর করার জন্যে। এ জন্যে আলমনিরক্ষর সমাজের এ করুণ অবস্থাকে দূর করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্যে নিজ উদ্যোগে একটি পাঠশালা নির্মাণ করেন। এ পাঠশালায় গ্রামের অসহায় ও দূস্থ শিশুদের সম্পূর্ণ বিনা বেতনে তিনি পড়াশোনা করানোর জন্যে সংকল্পবদ্ধ হন। আর্থিক সংকটের কারণে অজপাড়াগায়ের হতদরিদ্র লোকজন যাতে শিশুদের পড়াশোনা থেকে দূরে সরিয়ে না রাখে সে জন্যে তিনি সমস্ত শিক্ষা উপকরণসহ বিনামূল্যে পড়ালেখার ব্যবস্থা করেন এবং শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত করার জোর প্রয়াস চালান।

তরুণ আলমের এ উদ্যোগকে সামাজিক পরিবর্তনে ব্যক্তি ও চিন্তার প্রভাব হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অজপাড়াগায়ের একটি সমাজের শিশুরা তার উদ্যোগের দ্বারা অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ও শিক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে।



## প্রশ্নব্যাংক

### ► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

**প্রশ্ন ► ৪** পাঁচ বছর আগে ‘ক’ এলাকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে শফিক পুকুরে মাছের চাষ শুরু করে। অল্পদিনেই সে লাভের মুখ দেখে। শফিকের দেখাদেখি আরো অনেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুরগি পালন, গরু পালন, বাগান করা শুরু করে। আজ গ্রামটি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ। গ্রামের রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ সবকিছুতেই লেগেছে পরিবর্তনের ছাপ।

◀ *শিখনফল:* ১

- ক. চার্লস ডারউইন কত শতকে জীবজগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদী তত্ত্ব তুলে ধরেন? ১
- খ. দাস সমাজব্যবস্থার পতনের অন্যতম কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের গ্রামটির পরিবর্তনের কারণ সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করো। ৩
- ঘ. ‘ক’ এলাকা গ্রামটির পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলাই শ্রেয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** চার্লস ডারউইন ঊনবিংশ শতকে জীবজগৎ সম্পর্কিত বিবর্তনবাদী তত্ত্ব তুলে ধরেন।

**খ** মালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ছিল দাস সমাজব্যবস্থার পতনের অন্যতম কারণ।

দাস সমাজে দাসরা উৎপাদনের কোনো উপকরণের মালিক ছিল না। উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিক ছিল মূলত দাস মালিকরা। এ সমাজে নানা ধরনের সংঘাত দেখা দেয়। তার মধ্যে প্রধান সংঘাত হলো দাস ও দাস মালিকদের সংঘাত। এ সংঘাতের ভিত্তি ছিল পরস্পরবিরোধী স্বার্থ যার মধ্যে শেষ বিচারে আপোস রক্ষা সম্ভব ছিল না। দাস মালিকদের অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে দাসদের ক্রমাগত বিদ্রোহই দাস সমাজব্যবস্থার পতনের অন্যতম কারণ।



**সুপার টিপস:** প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

- গ** সামাজিক পরিবর্তন ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।
- ঘ** সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করো।